জর্জ স্পটলাইট

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সংখ্যা ঃ ৩ • ১৯ অক্টোবর, ২০২৪

প্রেরণা দিয়েছে জর্জ, কঠিন পথ সহজ করে লড়াইয়ের অন্য নাম সুকন্যা

জীবনটাই এক লড়াই, খুব ছোট্ট বয়সে বুঝতে শিখে গিয়েছিলেন সুকন্যা মজুমদার। লড়াইয়ের এক অন্য নাম এই মেধাবী ছাত্রী। খুব ছোটবেলাতেই পারিবারিক এক সংকটে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলেন। সকলের যখন ওই বয়সে রান্নাবাটি খেলার কথা, চোর-ডাকাত-পুলিশ খেলার কথা, তখনই সুকন্যা বুঝে গিয়েছিলেন জীবন তাঁর অন্য খাতে বইতে শুরু করবে।

পরিবারগত বিবাদ, বাবা মায়ের আচমকা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া, তারপর ঠাকুমা ও জেঠুর কাছে মানুষ হয়ে তখনই জীবনের চ্যালেঞ্জ নিতে শিখে গিয়েছিলেন। এমন একটা জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে যা খুব রুক্ষ ও কর্কশ। হয়তো মেয়েটির জীবনের প্রতি ঘেন্না চলে আসতে পারত, কিন্তু সেটা হতে দেননি সুকন্যার ঠাকুমা। তিনি নাতনিকে নিজের কাছে রেখে সহনশীলতা শিখিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে দায়িত্ববোধ আনেন। মানুষের প্রতি নরম হতে শেখান।

জর্জ টেলিগ্রাফের এই প্রাক্তন ছাত্রীর জন্ম আলিপুরদুয়ার। বাবা থাকতেন শিলিগুড়ি। মায়ের কাছে জন্ম। তারপর বাবার স্নেহ হারানো, মায়ের মৃত্যু। ঠাকুমাই তাঁর কাছে সব। আর জেঠুর পাশে থাকা সুকন্যাকে সাহস যুগিয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে ছোটবেলাতেই চলে এসেছিলেন বজবজ সন্তোষপুর এলাকায়। বর্তমানে সেখানেই স্থায়ী ঠিকানা ২৪ বছরের সপ্রতিভ মেয়েটির। যিনি মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক এমনকী স্নাতক পরীক্ষাতেও প্রথম ডিভিশন পান।

সুকন্যা অবশ্য জীবনের শিক্ষা পেয়েছেন ইনস্টিটিউট থেকেই। এই শতাব্দী প্রাচীন সংস্থা থেকে কম্পিউটার কোর্স ও অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স করে আজ তিনি প্রকৃতঅর্থেই স্বাবলম্বী। এক নামী সংস্থায় বর্তমানে কর্মরতা।

সুকন্যা নিজেই বলছিলেন, ‘‘আমার জীবনের প্রেরণা জর্জ টেলিগ্রাফ। তারা শুধু জীবনই গড়ে দেয় না, তারা জীবনে ছাত্রছাত্রীদের আলোকবর্তিকা হিসেবে পথও দেখায়। আমার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। আমার সত্যিকারের অভিভাবক কলেজের স্যার ও সংস্থার আধিকারিকরাই।’’

সুকন্যার জীবনের সেরা মন্ত্র, ‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর’। স্বামীজির ওই মন্ত্রকে সুকন্যা আপন করে নিয়েছেন। তাঁর মতে, ‘‘মানুষকে ভালবাসতে হবে, সেইসঙ্গে সমাজের পশুপাখিদেরও। সেটাই মানুষের জীবনের পরম ধর্ম।’’

এই ভাবনা ও জীবনের প্রতি নতুন করে ভালবাসা সেটাও শিখিয়েছে তাঁর ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠান যে শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ দেখায় তাই নয়, এই সংস্থা শিক্ষার্থিদের কাছে আরও বড় কিছু, সেটাই প্রমাণ করেছেন সুকন্যার মতো রত্নরা।